কলকাতা উচ্চ আদালত

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি মোঃ শব্বর রশিদী

২০০৮ সালের এসএ নং ৪৫৯

২০১৯ সালের সি এ এন ২ (২০১৯ সালের পুরানো সি এ এন ১৮০৭)

বাবুল আতর্থী

বনাম

অনিতা ভট্টাচার্য

আপিলকারীর পক্ষেঃ শ্রী কুমারেশ দালাল, উকিল

উত্তরদাতার জন্যঃ শ্রী ভাস্কর ঘোষ, উকিলঃ

শ্রী দিলীপ কুমার মাইতি, উকিলঃ

শ্রী সিদ্ধার্থ পল

শুনানি শেষ করেছেন-: আগস্ট ০১ ,২০২৩

রায়ঃ **২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩**

বিচারপতি মো. শব্বর রাশিদি -

১. তাৎক্ষণিক দ্বিতীয় আপিলটি ৭ নভেম্বর, ২০০৬ এবং ১৩ নভেম্বর, ২০০৬ তারিখের রায় এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে, যা যথাক্রমে ২০০৫ সালের ৫৪ নম্বর টাইটেল আপিল-এ প্রদত্ত হয়েছিল। রানাঘাট, নদীয়ার বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন) কর্তৃক ১৯৮৮ সালের ১৪২ নম্বর টাইটেল মামলায় ২৯ জুলাই, ২০০৫ এবং ৮ আগস্ট, ২০০৫ তারিখের রায় এবং ডিক্রি বহাল রাখা হয়েছিল।

২. স্যুট প্রাঙ্গণটি মূলত নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল, যিনি মারা যান, তাঁর বিধবা স্ত্রী বিভ রানী বন্দ্যোপাধ্যায়, পুত্র তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর কন্যা স্নিগ্ধ মুখোপাধ্যায় বেঁচে ছিলেন।

৩. বিবাদী/আপিলকারীকে ইংরেজি ক্যালেন্ডার মাস অনুযায়ী ২০/- টাকা মাসিক ভাড়ায় একটি শয়নকক্ষ এবং একটি রান্নাঘরের ক্ষেত্রে মামলা প্রাঙ্গণে ভাড়াটিয়া হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৪. নির্মল ব্যানার্জির উত্তরাধিকারী ও উত্তরসূরীরা বাদী/উত্তরদাতাদের কাছে মামলা প্রাঙ্গণটি ২০০৬ সালের মে মাসের তিনটি হস্তান্তর পত্রের মাধ্যমে বিক্রি করে দেন। মামলা প্রাঙ্গণের একটি ছোট ঘর বাদী/উত্তরদাতাদের বিক্রেতাদের দখলে ছিল। উক্ত ঘরে রাখা বিভারানির উক্ত ছোট ঘর এবং ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও বিক্রি করে দেওয়া হয় এবং এর দখল ক্রেতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় অর্থাৎ বাদী।

৫. বাদী/উত্তরদাতা আরও দাবি করেছেন যে, যদিও বিক্রয়টি যথাযথভাবে আপিলকারী/বিবাদীদের কাছে অবহিত করা হয়েছিল, তবুও, বিবাদী ছোট ঘরে বাদী/উত্তরদাতার তালা দিয়ে আরেকটি তালা লাগিয়েছিলেন। তিনি বাদীর পথের উপর একটি প্রাচীরও নির্মাণ করেছিলেন।

৬. এটি বাদী/উত্তরদাতার আরও মামলা ছিল যে তার পরিবার তার স্বামী, দুই অবিবাহিত কন্যা এবং এক পুত্র নিয়ে গঠিত। বাদীর সন্তানরা ছাত্র ছিল। এছাড়াও, বাদীর স্বামীর এক অবিবাহিত ভাই বাদীর পরিবারের সাথে থাকতেন। বাদীর স্বামী একজন সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর বাড়িতে ব্যক্তিগত কোচিং চালাতেন।

৭.বাদী একটি মামলা নিয়ে এসেছিলেন যে তার চারটি শয়নকক্ষ, একটি রান্নাঘর, একটি অধ্যয়ন কক্ষ, একটি ড্রয়িং রুম এবং দেবতার জন্য একটি ছোট ঘর প্রয়োজন। সুতরাং, বাদী/উত্তরদাতার নিজের ব্যবহার এবং পেশার জন্য বাদী তার শ্বশুরবাড়িতে বিদ্যমান বাসস্থান হিসাবে স্যুট প্রাঙ্গণটি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজন ছিল। বাড়ি তার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য মোটেও যথেষ্ট ছিল না।

৮. উপরন্তু, বাদী মামলাটি কেনার পর থেকে বাদী মামলা প্রাঙ্গনের জন্য কোনও ভাড়া দেননি এবং তিনি ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে একজন খেলাপি ছিলেন।

৯. আপিলকারী/বিবাদী উচ্ছেদের জন্য মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এটি বিবাদীদের মামলা ছিল যে পুরো মামলা প্রাঙ্গণটি একটি বড় ঘর, একটি ছোট ঘর, একটি রান্নাঘর, গোপনীয়তা এবং কূপ নিয়ে গঠিত ছিল যা বিবাদী এবং তার দুই ভাইয়ের পক্ষে যৌথভাবে ভাড়া করা হয়েছিল। বিবাদী এবং তার দুই ভাই শ্যামল এবং বিমল তাদের ভাইয়ের মাধ্যমে যথাযথভাবে ভাড়া দিতেন, 'মানি অর্ডার'-এর মাধ্যমে পাঠানো হত এবং তারা ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপি ছিল না। এটিও বলা হয়েছিল যে বিবাদীদের পূর্বোক্ত দুই ভাই এখনও বিবাদীদের সাথে যৌথ মেস-এ বসবাস করছিলেন।

১০. একই সাথে, আসামী একটি 'মামলা' ও তৈরি করে যে, যেহেতু বিবাদী তার দুই ভাই শ্যামল এবং বিমল মামলার প্রাঙ্গণে যৌথ ভাড়াটে ছিলেন, তাই আসামীকে একা ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ বৈধ ছিল না, আইনের দৃষ্টিতে খারাপ ছিল এবং এটিকে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

১১. বিবাদী/আপিলকারী একটি মামলাও নিয়ে এসেছিলেন যে কেনার পরে, বাদী/উত্তরদাতা জ্যোতিশ সেন এবং হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে ভাড়া বৃদ্ধির জন্য একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই ধরনের প্রস্তাব বিবাদী দ্বারা গৃহীত হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত, প্রস্তাবটি বাদী দ্বারা গৃহীত হয়নি।

১২. বিবাদী আরও একটি মামলা করেছেন যে বাদী তার বিদ্যমান বাড়িতে পর্যাপ্ত বাসস্থান ছিল এবং তাই, তার নিজের ব্যবহার এবং পেশার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে মামলা প্রাঙ্গণের প্রয়োজন ছিল না। এছাড়াও, বিবাদী মূল মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতাকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে মামলা দায়ের করার জন্য কোনও পদক্ষেপের কারণ নেই।

১৩. মামলার বিচারের পর, বিজ্ঞ বিচার আদালত, ৩১ জানুয়ারী, ১৯৯৬ তারিখের তার রায়ে, মামলাটির আংশিকভাবে বিবাদী/আপীলকারীকে ছোট কক্ষ থেকে উচ্ছেদের জন্য একটি ডিক্রি জারি করে। এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে মামলার প্রাঙ্গণে ছোট কক্ষটি বিবাদীকে ভাড়া দেওয়া হয়নি। তবে, নিজস্ব ব্যবহার এবং দখলের জায়গা থেকে বিবাদীকে উচ্ছেদের জন্য বাদীর আবেদন বাতিল করা হয়েছিল।

১৪.১৯৮৮ সালের টাইটেল স্যুট নম্বর ১৪২-এ প্রদত্ত রায় এবং ফরমান টিকে চ্যালেঞ্জ করে, বাদী/উত্তরদাতা ১৯৯৬ সালের ১৭ নং টাইটেল আপিল নামে একটি আপিল করেছিলেন যা ১৯৯৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর রায় ও আদেশের মাধ্যমে রানাঘাট নদিয়ার বিদ্বান দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন) দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। বিজ্ঞ বিচার আদালতের আদেশ বাতিল করে আপিলটি অনুমোদিত হয়েছিল। মামলাটি নতুন করে বিচারের জন্য বিচারিক আদালতে রিমান্ডে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

১৫.২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০০০ তারিখের একটি নতুন রায়ের মাধ্যমে, মামলাটি ১৯৮৮ সালের টাইটেল স্যুট নং ১৪২ হওয়ার কারণে মামলা প্রাঙ্গণ থেকে আপিলকারী/আসামীকে উচ্ছেদের জন্য একটি ফরমান তে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

১৬. আপিলকারী/বিবাদী ২০০৩ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখের ২০০১. রায়ের শিরোনাম আপিল ৭-এ রিমান্ডে নেওয়ার পরে বিচারিক আদালতের রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে আবার আপিল করেন, এই ধরনের আবেদনে, বিদ্বান দেওয়ানি বিচারক (বরিষ্ঠ ডিভিশন) দ্বারা প্রদত্ত রায়টি বাতিল করে দেন।

বিদ্বান বিচার আদালত মামলাটি সীমিত রিমান্ডে পাঠায় এবং পক্ষগুলির দ্বারা উপস্থাপিত কিছু তথ্যভিত্তিক প্রমাণের বিবেচনায় ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপি হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্তের উপর একটি নতুন রায় লেখার নির্দেশ দেয়।

১৭. এই ধরনের রিমান্ডে নেওয়ার পরে, আপিলের রায়ে নির্দেশিত নথিগুলি বিবেচনা করে, বিদ্বান বিচার আদালত উল্লিখিত নথিগুলি বিবেচনা করে এবং বিবাদীদের বিরুদ্ধে ৩ নং ইস্যুর সিদ্ধান্ত নেয়। ফলস্বরূপ, ২৯শে জুলাই, ২০০৫ তারিখের একটি নতুন রায় দ্বারা, ১৯৮৮ সালের টাইটেল স্যুট নং ১৪২ আবার বাদী/উত্তরদাতাদের পক্ষে রায় দেওয়া হয়েছিল।

১৮.২০০৫ সালের ২৯শে জুলাই এই রায় ও আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে, বিবাদী/আপিলকারী ২০০৫ সালের ৫৪ নং শিরোনাম আপিলের মাধ্যমে আরেকটি আপিল করেন। উপরোক্ত আপিলের শুনানি চলাকালীন, প্রথম আপিল আদালত, ২০০৬ সালের ৭ই নভেম্বর তার রায় দ্বারা বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের ফলাফলের সাথে একমত হয় এবং আপিল খারিজ করে দেয়। বিদ্বান বিচারিক আদালতের রায় ও ফরমান বহাল রাখা হয়।

১৯. এটি ৭ই নভেম্বর ,২০০৬ তারিখের এই রায় এবং ১৩ই নভেম্বর, ২০০৬ তারিখের ফরমান যা বর্তমান আপিলে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

২০. আবেদনকারী/বিবাদীর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছে যে প্রথম আপিল আদালত মোকদ্দমায় কোনও নির্দিষ্ট সমস্যা ছাড়াই বিকল্প বাসস্থানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আইনে ভুল করেছে।

২১. এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, আবেদনকারী/বিবাদী পশ্চিমবঙ্গ প্রাঙ্গণ প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১৭ (৪)-এর অধীনে সুরক্ষার অধিকারী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও, বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত ২৯শে জুলাই, ২০০৫-এর রায় এবং ০৮শে আগস্ট, ২০০৫-এরফরমান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। আবেদনকারীর মতে, যেহেতু আপিলকারী বিবাদী ১৯৫৬ সালের আইনের ধারা ১৭ (২) এবং ধারা ১৭ (২ক)-এর বিধানগুলি যথাযথভাবে মেনে চলেছেন, তাই বিদ্বান আদালত বিবাদী/আবেদনকারীকে ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপি করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

২২. যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, প্রথম আপিল আদালতের রায় বহাল রাখার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেছে

১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়ম আদেশ XLI বিধি ২৫-এর অধীনে পরিকল্পিত বিধানগুলি অনুসরণ না করেই সীমিত রিমান্ডে রায় হিসাবেবিচারিক আদালত শিখেছে। শিখেছে প্রথম আপিল আদালতও বিচারে তৈরি নির্দিষ্ট বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত ফলাফলগুলি বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছে।

২৩. মূল মামলার পক্ষগুলির দ্বারা দায়ের করা আবেদনগুলি থেকে, এটি স্পষ্ট হয় যে বাদী বাদী/আপিলকারীকে মামলা প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছেদের জন্য মামলাটি এনেছিলেন, মূলত এই ভিত্তিতেঃ

i. যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা;
ii. ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ডিফল্ট;
iii. স্যুট প্রাঙ্গনে অননুমোদিত নির্মাণ যা উপদ্রব এবং বিরক্তির সৃষ্টি করে।

২৪. পক্ষগুলির দায়ের করা যুক্তির ভিত্তিতে, বিদ্বান বিচার আদালত মামলার বিচারের জন্য ৯টি (নয়টি) বিষয় তৈরি করেছে, যথাঃ

(১) মামলাটি কি রক্ষণযোগ্য?

(২) ছাড়ার নোটিশটি কি বৈধ, এবং বৈধভাবে বিবাদীর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে?

(৩) বিবাদী কি ভাড়া পরিশোধে খেলাপি?

(৪) বাদী কি অনুরোধ অনুযায়ী ফরমান পাওয়ার অধিকারী?

(৫) বাদী আর কোন ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী?

(৬) বাদী কি তার নিজের ব্যবহার এবং পেশার জন্য মামলা প্রাঙ্গণের প্রয়োজন?

(৭) বিবাদী কি সম্মতি ছাড়াই কোনও সংযোজন এবং পরিবর্তন করেছেন?

(৮) বিবাদী শ্যামল এবং বিমল ভাইদের মামলা প্রাঙ্গনে বিবাদী সহ যৌথভাবে ভাড়াটে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কিনা?

(৯) পুরো হোল্ডিংটি বিবাদীকে দেওয়া হয়েছিল কিনা?

২৫. তাৎক্ষণিক দ্বিতীয় আপিল গ্রহণের পরে, এই আদালত কর্তৃক বিবেচনার জন্য আইনের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রশ্নগুলি তৈরি করা হয়েছিল, যথাঃ -

(ক) নীচের আপিল আদালতে আইনের যথেষ্ট ত্রুটি করেছে কিনা

যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের প্রশ্নের উপর বিজ্ঞ বিচার বিচারপতির সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়, বরং এই ভিত্তিতে যে ২৪শে এপ্রিল, ২০০৩ তারিখের আপিল আদালতের পূর্ববর্তী রায়টি বিষয়টি ফেরত নেওয়ার সময় এই সত্যটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে বাধ্যতামূলক ছিল যে ২৪শে এপ্রিল, ২০০৩ তারিখের রায় এবংফরমান দ্বারা প্রথম আপিল আদালত পুরো ফরমান টি বাতিল করে দেয় এবং এইভাবে, যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার উপর সিদ্ধান্তটি বিদ্বান বিচার বিচারপতির উপর বাধ্যতামূলক হতে পারে না?

(খ) সম্পূর্ণ রায় এবং ফরমান বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের উপর রেকর্ড করা ফলাফলকে উপেক্ষা করে যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের প্রশ্নের উপর অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ২০০৩ সালের ২৪শে এপ্রিল তারিখের রিমান্ডের আদেশটি যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে নীচের আপিল আদালত আইনের যথেষ্ট ত্রুটি করেছে কিনা।

উক্ত রায়ে প্রয়োজনীয়তা রেস জুডিকাটা হিসাবে কাজ করতে পারে না ?

২৬. তাৎক্ষণিক দ্বিতীয় আপিলের বিচারের জন্য প্রণীত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি স্পষ্ট করার জন্য, কার্যধারার বিভিন্ন পর্যায়ে 'যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে বিচার আদালতের পাশাপাশি প্রথম আপিল আদালতের ফলাফলগুলি বিবেচনা করা সুবিধাজনক হবে।

২৭. ৩১শে জানুয়ারি, ১৯৯৬ এবং ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬-এ গৃহীত মূল রায় এবং ফরমান , ৬ নম্বর ইস্যুর মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার ইস্যুতে, বিচারিকআদালতের অভিমত ছিল যে বাদী যুক্তিসঙ্গতভাবে মামলা প্রাঙ্গণের প্রয়োজন ছিল না কারণ তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত উপযুক্ত বিকল্প বাসস্থান ছিল বলে মনে করা হয়েছিল।বিচারিক আদালত বলেছিল যে বাদী 'যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা'র ভিত্তিতে উচ্ছেদে রফরমান পাওয়ার অধিকারী ছিলেন না।

২৮. এই ধরনের রায় এবং ফরমান ১৯৯৬ সালের ১৭ নং শিরোনাম আপিলে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। উক্ত আপিলে, প্রথম আপিল আদালত দ্বারা এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে একটি নথি

বাদীর পক্ষে দায়ের করা মূল্যায়ন রেজিস্টারকে (প্রদর্শনী ৬)বিচারিক আদালত মামলা প্রাঙ্গণের পরিবর্তে অন্য কোনও জমি সম্পর্কিত বলে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছিল। এই অজুহাতে, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ তারিখের রায় এবং ফরমান দ্বারা, বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত পক্ষগুলিকে আরও প্রমাণ জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়ার পরে নতুন বিচারের জন্য মামলাটি ফেরত পাঠায়।

২৯. আপিল আদালতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারিক আদালত দ্বারা রিমান্ডে মামলাটি আবার শুনানি করা হয়েছিল এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০০০ এবং ২রা নভেম্বর, ২০০০ তারিখের রায় এবংফরমান দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। উক্ত রায়ে, বিচারিক আদালত , ইস্যু নং ৬ এবং ৭ একসঙ্গে এবং মামলা প্রাঙ্গণের ক্ষেত্রে বাদীর যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পরে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে বাদী আসলে যুক্তিসঙ্গতভাবে মামলা প্রাঙ্গণের প্রয়োজন ছিল। ঘটনাচক্রে, আলোচনার সময়, বাদীর বিদ্যমান বাসভবনে বসবাসকারী পরিবারের পরিমাণ এবং তার প্রয়োজনীয়তা ছিল বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে

যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং ডিফল্টের ভিত্তিতেও বাদীর পক্ষে।

৩০. বিবাদী/আপিলকারী ২০০১ সালের শিরোনাম আপিল নং ও ৭-এর মাধ্যমে রিমান্ডে পাস করা ফরমান টিকে আবার চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যা ২৪শে এপ্রিল, ২০০৩ এবং ৫ই মে, ২০০৩ তারিখের রায় এবংফরমান দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এই ধরনের আপিলের রায়ে, প্রথম আপিল আদালত এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে বাদীর বড় মেয়ের মেয়াদ শেষ হয়ে তার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। আপিলের শুনানির সময়, আপিলকারী/বিবাদীর পক্ষে উল্লেখ করা হয়েছিল যে বিদ্বানবিচারিক আদালত বাদীর হাতে উপযুক্ত বিকল্প বাসস্থানের প্রাপ্যতা সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিষয়টি তৈরি করেনি। প্রথম আপিল আদালত উল্লেখ করে যে পক্ষগুলি এই বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ পেশ করেছে এবং রায়ে আলোচনার পরে বিচার আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বাদী মামলা প্রাঙ্গণ ব্যতীত অন্য কোথাও পর্যাপ্ত উপযুক্ত বিকল্প বাসস্থান পাননি। ফলস্বরূপ, বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিচারিক আদালতের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখে। একই সময়ে, আপিল

আদালত আরও উল্লেখ করেছে যে উপযুক্ত বিকল্প আবাসন সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিষয় গঠনের উপর বিচারের উদ্দেশ্যে মামলাটি রিমান্ডে ফেরত পাঠানোর কোনও প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই ধরনের বিষয়টি পণ্ডিত প্রথম আপিল আদালত দ্বারা ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এই বলে যে বাদীটির মামলা প্রাঙ্গণ ছাড়া অন্য কোনও উপযুক্ত বিকল্প আবাসন ছিল না।

৩১. যাইহোক, ২০০১ সালের শিরোনাম আপিল নং ০৭-এর রায় ও ফরমান -তে প্রথম আপিল আদালত রায় দেয় যে, মামলাটি সীমিত রিমান্ডে ফেরত পাঠানোর দায়বদ্ধ ছিল কেবল এটি খুঁজে বের করার জন্য যে আসামী একজন খেলাপি কিনা চালান বিবেচনা করার পরে (এ থেকে ক/৮৪ পর্যন্ত)। এটি বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেবিচারিক আদালত উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পরে চালান (এ থেকে ক/৮৪ পর্যন্ত) বিবেচনা করে এবং একটি নতুন রায় লেখার পরে ডিফল্ট ইস্যু অর্থাৎ ৩ নম্বর ইস্যুর নতুন করে নিষ্পত্তি করবে। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, আপিল আদালত বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত রায় এবং ফরমান বাতিল করে দেয়।

৩২. ১৯৮৮ সালের মূল শিরোনাম মামলা নং ১৪২-এর শুনানি আবার বিজ্ঞ বিচার আদালত দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হয়।

২৯শে জুলাই, ২০০৫ তারিখের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে। উক্ত রায়ে, বিদ্বান বিচারিক আদালত বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রথম আপিল আদালতের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ডিফল্ট ইস্যু অর্থাৎ নতুন করে ৩ নং ইস্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৩৩. যেহেতু বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কে একটি নতুন রায় লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে একটি রায়বিচারিক আদালত দ্বারা দেওয়া হয়েছিল ৬ নং ইস্যু, অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত, বিচারিক আদালত দ্বারাও আলোচনা করা হয়েছিল যার ফলে বাদী পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ২০০১ সালের শিরোনাম আপিল নং ৭-এ একই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

৩৪. আপিলকারী/বিবাদী আবার ২০০৫ সালের শিরোনাম আপিল নং ৫৪-এ ডিফল্ট ইস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ, দ্বিতীয় রিমান্ডে পাস করা রায় এবং ফরমান আক্রমণ করে। উক্ত আপিলটি ৭ই নভেম্বর, ২০০৬ এবং ১৩ই নভেম্বর, ২০০৬-এর রায় ও ফরমান দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত, রায়ে ৩য় নম্বর ইস্যুর ক্ষেত্রে বিদ্বান বিচারিকআদালতের ফলাফল বিবেচনা করে। অর্থাৎ, অতিরিক্ত হারে ভাড়া পরিশোধে ডিফল্ট। আপিল আদালত -এর সিদ্ধান্ত বহাল রাখে।

বিচারিক আদালত (ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আপিলকারী/বিবাদীর প্রথম খেলাপি। তবে, এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে আপিলকারী/বিবাদী পশ্চিমবঙ্গ প্রাঙ্গণ ভাড়াটে আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ১৭ (৪) এর অধীনে সুরক্ষার সুবিধার অধিকারী ছিলেন।

৩৫. ২০০৫ সালের ৫৪ নং শিরোনাম আপিলের রায়ে, প্রথম আপিল আদালত এও উল্লেখ করেছে যে ২০০১ সালের ৭ নং শিরোনাম আপিলের রায় ও ফরমান দ্বারা, মামলাটি একটি সিদ্ধান্তের জন্য সীমিত রিমান্ডে ফেরত পাঠানো হয়েছিল যদি আবেদনকারী/বিবাদী কিছু নথির বিবেচনায় ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপি হন অর্থাৎ চালান এবং একটি নতুন রায় লেখার জন্য।

৩৬. বিজ্ঞ প্রথম আপিল কোর্ট আদেশ দিয়েছে যে ৩ নং ইস্যুর নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দিষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত একটি নতুন রায় লেখার সময় সমস্ত বিষয় নিয়ে নতুন করে আলোচনা করেছে, যা ২০০৫ সালের ২৯ জুলাইয়ের রায়ে কখনও নির্দেশিত হয়নি। বিজ্ঞ আপিল কোর্ট তার রায়ে উল্লেখ করেছে যে দ্বারা করা পর্যবেক্ষণগুলি বিচারিক আদালত ২৯ জুলাই, ২০০৫ তারিখে

তার রায়ে ৩ নং ইস্যু ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলি তাঁর দ্বারা বিবেচনা করা হয়নি, কারণ এটি সীমিত রিমান্ডের আওতার বাইরে।

৩৭. এটি ইঙ্গিত করে যে ২০০0৫ সালের ৫৪ নং শিরোনামের আপিল বিবেচনা করার জন্য, ২৯ জুলাই, ২০০৫ তারিখের রায়ে শুধুমাত্র ৩ নং ইস্যুর বিষয়ে বিচারিক আদালতের অনুসন্ধানগুলি বিবেচনা করা হয়েছিল। যতদূর পর্যন্ত অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কিত ছিল, ২৬ শে সেপ্টেম্বর, ২০০০ তারিখের বিচারিক আদালতের পূর্ববর্তী রায়ে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক বলে বিবেচিত হয়েছিল।

৩৮. আপিলকারী/বিবাদী, ২০০১ সালের শিরোনাম আপিল নং ০৭-এ প্রদত্ত রায় ও ফরমান অনুসারে মামলাটি রিমান্ডে ফেরত পাঠানোর পরে, ট্রায়াল কোর্টে ফিরে যান এবং ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপি হওয়ার বিষয়ে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ ইস্যু নং ৩। প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক বহাল রাখা 'যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা' সহ অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানী বিচারিকআদালতের ফলাফলের বিষয়ে তারা কখনই কোনও উপযুক্ত ফোরামে কোনও আপিল পছন্দ করেননি যা চূড়ান্ততা অর্জন করেছিল এবং বাধ্যতামূলক ছিল।

৩৯. এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, বাদী/উত্তরদাতার পক্ষে বিদ্বান উকিল **এআইআর ১৯৬৭ সুপ্রিম** কোর্টের উপর নির্ভর করেছিলেন

আদালত ১১২৪ (গিরিজানন্দিনী দেবী বনাম বিজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী)। উক্ত মামলায় বলা হয়েছিল যে,

১.২. "বিচারিক আদালত, যেমন আমরা ইতিমধ্যেই পর্যবেক্ষণ করেছি, পুরো প্রমাণ এবং পক্ষগুলির পরবর্তী আচরণ বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, তাঁর কাকা বিদ্যা নারায়ণের থেকে বিজেন্দ্র নারায়ণের কোনও বিচ্ছেদ হয়নি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে উচ্চ আদালত সম্মত হয়েছে। এটা সত্য যে,উচ্চ আদালত সাক্ষ্যের পুনর্মূল্যায়নে প্রবেশ করেনি, তবে এটি সাধারণতবিচারিক আদালত কর্তৃক তার সমর্থনে উপস্থাপিত কারণগুলি অনুমোদন করে যে উচ্চ আদাল্লতের বিদ্বান বিচারপতিরা প্রমাণ বিবেচনা করেননি, যেমনটি আমাদের সামনে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। সাক্ষ্যের উপর বিচারিক আদালতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হলে আপিল আদালতের কর্তব্য নয় যে, এর প্রভাব পুনরায় উল্লেখ করা

প্রমাণ বা বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কারণগুলির পুনরাবৃত্তি করা। আপিলের অধীনে থাকা আদালতের সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রদত্ত কারণগুলির সাথে সাধারণ সম্মতির অভিব্যক্তি সাধারণত যথেষ্ট হবে।"

৪০. মাননীয়া সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত তথ্য ও অনুপাতের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০০০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর এবং ২০০০ সালের ২রা নভেম্বর গৃহীত রায় ও ফরমান , যা ২০০৩ সালের ২৪শে এপ্রিল এবং ২০০৩ সালের ৫ই মে তারিখের রায় ও ফরমান তে বহাল রাখা হয়েছিল, সেই বিচারিক আদালতের অনুসন্ধানগুলি, যতদূর পর্যন্ত 'যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা' সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের কথা বলা যায়, অবশ্যই বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত হিসাবে পরিচালিত হয়।

৪১. তাত্ক্ষণিক আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, আপিলকারী/বিবাদী একটি আবেদন নিয়ে এসেছিলেন, যা ২০১৯ সালের সিএএন ১৮০৭ হিসাবে পরবর্তী কিছু ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এই জাতীয় বিষয়গুলির উপর বিচারের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

৪২. এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, বাদী কর্তৃক মামলা প্রাঙ্গনের 'যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার' জন্য বিবেচিত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে, বিদ্বান বিচার আদালত এবং

প্রথম আপিল আদালত, তার স্বামীর বড় মেয়ে, স্বামী এবং ভাইয়ের ২০০০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে, অভিযোগ করা হয়েছিল যে বাদীর পরিবারের সদস্যদের এই ধরনের মৃত্যুর কারণে তার প্রয়োজন হ্রাস পেয়েছে। অতএব, এটি প্রার্থনা করা হয়েছিল যে যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের বিষয়টি পরবর্তী ঘটনাগুলির আলোকে পুনর্বিবেচনা করা উচিত। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে, আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী আকাশবাণীর **এ আই আর ১৯৮১ সালের সুপ্রিম কোর্ট ১৭১১ (হাসমত রাই এবং আরেকজন বনাম রঘুনাথ প্রসাদ)** এর উপর নির্ভর করেছেন।

৪৩. হলফনামা বিনিময়ের পর, এই আদালত, ১২ই মার্চ, ২০২১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এই নির্দেশের সাথে সিএএন আবেদনের নিষ্পত্তি করে যে আপিলের চূড়ান্ত শুনানিতে এই জাতীয় তথ্যগুলি উত্তেজিত হতে পারে।

৪৪. **হাসমত রাই (উপরে)**-এর ক্ষেত্রে অনুপাতটি সুপ্রিম কোর্ট এই প্রসঙ্গে নির্ধারণ করেছিল যে, বাড়িওয়ালার মামলা প্রাঙ্গণে ব্যবসা শুরু করার জন্য যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে একটি উচ্ছেদের মামলা দায়ের করেছিলেন এবং তার আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, বাড়িওয়ালার অন্য প্রাঙ্গনের দখলের জন্য ফরমান প্রাপ্ত হয়েছিল যা পাওয়া গিয়েছিল

বাড়িওয়ালার প্রয়োজনের প্রকৃতির জন্য যথেষ্ট। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল,

"১৪. অভিব্যক্তির সংজ্ঞা........................ যদি একজন সৎ বাড়িওয়ালার নিজের ব্যবহারের জন্য আবাসিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া কোনও প্রাঙ্গনের দখলের প্রয়োজন হয় তবে সে মামলা করতে পারে এবং দখল পেতে পারে। যদি সে তার ব্যবসা চালিয়ে যেতে বা শুরু করতে চায় তবে অনাবাসিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া প্রাঙ্গনের দখল পাওয়ার সমান অধিকার তার রয়েছে। যদি সে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করে তবে তাকে অবশ্যই আদালতে ব্যবস্থা গ্রহণের তারিখের প্রয়োজনীয়তা অভিযোগ করতে এবং দেখাতে সক্ষম হতে হবে যা তার পদক্ষেপের কারণ হবে। তবে তা যথেষ্ট নয়। এই প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই মামলা মোকদ্দমার অগ্রগতি জুড়ে অব্যাহত থাকতে হবে এবং ফরমান টির তারিখে এবং যখন আমরাফরমান বলি তখন অবশ্যই বিদ্যমান থাকতে হবে

মানে চূড়ান্ত আদালতের ফরমান । অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি ভাড়া বিধিনিষেধ আইনের মতো কল্যাণমূলক আইনের উপকারী বিধানগুলিকে পরাজিত করবে। যদি বাড়িওয়ালার তার প্রয়োজনীয়তা দেখাতে সক্ষম হন যখন ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয় এবং প্রয়োজনটি বিচারিক আদালতের ফরমান তারিখ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং তারপরে ভাড়াটিয়ার আপিলের মুলতুবি থাকার সময় যদি বাড়িওয়ালার তার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট জায়গা দখল করে নেয়, তবে উচ্চ আদালত কর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাড়াটিয়াকে দেখাতে সক্ষম হতে হবে যে পরবর্তী ঘটনাগুলি বাদীকে বঞ্চিত করেছে, একমাত্র এই ভিত্তিতে যে এখানে তার ভাড়াটিয়া যার বিরুদ্ধে একটিফরমান বা উচ্ছেদের আদেশ পাস করা হয়েছে এবং পরবর্তী ঘটনাগুলি নোট করার জন্য কোনও অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণযোগ্য ছিল না। যখন আপিলের বিধিবদ্ধ অধিকার

ফরমান বা আদেশের বিরুদ্ধে প্রদত্ত এবং একবার অধিকার প্রয়োগের সময় একটি আপিল পছন্দ করা হলে ফরমান বা আদেশ চূড়ান্ত হওয়া বন্ধ করে দেয়।"

৪৫. যাইহোক, হাতে থাকা মামলায়, এটি সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বাদী/উত্তরদাতার যুক্তিসঙ্গতভাবে মামলা প্রাঙ্গণের প্রয়োজন ছিল এবং মামলা প্রাঙ্গণ ব্যতীত অন্য কোথাও তার কোনও বিকল্প 'উপযুক্ত বাসস্থান' ছিল না। তদুপরি, ২০০০ সালে বাদীর বড় মেয়ের মৃত্যু, সিএএন আবেদনের মাধ্যমে বিবেচনার জন্য অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যা কার্যধারার যথাযথ পর্যায়েবিচারিক আদালত এবং প্রথম আপিল আদালত উভয়ই বিবেচনা করেছিল এবং এটিকে পরবর্তী ঘটনা হিসাবে অভিহিত করা যায় না।

৪৬. বাদীর স্বামীর ভাইয়ের মৃত্যুর কোনও ফল হয় না। তাকে বিচার আদালত বা আপিল আদালত কখনও বিধানের অর্থের মধ্যে বাদী/উত্তরদাতার পরিবারের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করেনি পশ্চিমবঙ্গ প্রাঙ্গণ ভাড়াটে আইন, ১৯৫৬-এ অন্তর্ভুক্ত,

এর 'যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা' নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাদী/উত্তরদাতা।

৪৭.২০১২ সালে বাদী পক্ষের স্বামীর মৃত্যু প্রাসঙ্গিক হতে পারে, কিন্তু এত বড় নয় যে ১৯৮৮ সাল থেকে দীর্ঘ টানা মামলা মোকদ্দমার ফল বাদীকে অস্বীকার করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু ইতিমধ্যে আক্রমণের অধীনে রায়গুলিতে বলা হয়েছিল যে বাদী তার নিজের ব্যবহার এবং পেশার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে মামলা প্রাঙ্গণের প্রয়োজন ছিল এবং অন্য কোথাও তার কোনও উপযুক্ত বিকল্প বাসস্থান ছিল না, তাই ২০১২ সালে তার স্বামীর মৃত্যু তার প্রয়োজনকে হ্রাস করার পরিবর্তে নিজের এবং তার পরিবারের জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের বর্ধিতকরণের প্রভাব ফেলে।

৪৮. ২০১৫ সালে (৩) সিএইচএন (ক্যাল) ৫৬৪ (প্রশান্ত কুমার কুণ্ডু **বনাম কানাইলাল খান)-**এ দায়ের করা মামলায় এই উচ্চ আদালতের একটি একক বেঞ্চ বাদী কর্তৃক দাবি করা জায়গার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিচারিক আদালত এবং প্রথম আপিল কোর্টের বিন্যাসের নিন্দা করেছে। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে এটি উভয় কারণের পক্ষে দাঁড়ায় না যে

বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এবং বিজ্ঞ আপীল কোর্টকে বিন্যাস এবং সংমিশ্রণে তাদের মন প্রয়োগ করা উচিত যা বাদীকে বরাদ্দ করে যে পদ্ধতিতে আদালত মনে করে যে কক্ষগুলি ব্যবহার করা হবে।

৪৯. বাদী/উত্তরদাতা তার যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের ভিত্তিতে একটি মামলা তৈরি করতে বাধ্য ছিলেন, উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে। এই ধরনের অনুশীলন উত্তরদাতা/বাদী দ্বারা করা হয়েছিল, যা অবশ্যই, প্রমাণের ভিত্তিতে স্বীকৃতবিচারিক আদালত দ্বারা গৃহীত হয়েছিল এবং পরে পণ্ডিত প্রথম আপিল আদালত দ্বারা বহাল ছিল। বাদীর পরিবারে মৃত্যুর ফলে প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে বলে অভিযোগ করার প্রেক্ষিতে বিষয়টি পুনরায় খোলার কোনও মানে হয় না। এটি ইতিমধ্যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাদী/উত্তরদাতা দ্বারা মামলা প্রাঙ্গনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসের বিষয়টি উল্লেখযোগ্যভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

৫০. এ. আই. আর ১৯৯৯ সুপ্রিম কোর্ট ৩৩৩১-এ রিপোর্ট করা শ্রীমতি লাবণ্য নিয়োগী বনাম ডব্লিউ. বি ইঞ্জিনিয়ারিং কো.-এর ক্ষেত্রে, সুপ্রিম কোর্ট উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তকে বহাল রাখে যে, এ. আই. আর ১৯৯৯ সুপ্রিম কোর্ট ৩৩৩১-এর ফলাফলগুলিতে হস্তক্ষেপ করবে না

প্রমাণের উপর ভিত্তি করে কিছু তথ্যগত দিকের উপর নিম্ন আপিল আদালত শিখেছে। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রেও, বিদ্বান বিচার আদালত পক্ষগুলির দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এই জাতীয় ফলাফলগুলি প্রথম আপিল আদালত বারবার বহাল রেখেছিল এবং আপিলকারী/বিবাদীও এটিকে চ্যালেঞ্জ করেনি। 'যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তা' ইস্যুতে বিদ্বান প্রথম আপিল আদালতের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ সামনে আনা হয়নি।

৫১. ফলস্বরূপ, তাত্ক্ষণিক দ্বিতীয় আপিলের বিচারের জন্য প্রণীত আইনের উভয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখানে আগে যে আলোচনা করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে নীচের আপিল আদালত যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নের উপর বিদ্বান ট্রায়াল বিচারকের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ না করার ক্ষেত্রে আইনে কোনও উল্লেখযোগ্য ত্রুটি করেনি এই ভিত্তিতে যে ২০০৩ সালের ২৪শে এপ্রিল আপিল আদালতের পূর্ববর্তী রায়টি বিষয়টিকে ফেরত পাঠানোর সময় বাধ্যতামূলক ছিল। এটি আরও বলা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বিদ্বান প্রথম

আপিল আদালত যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ২০০৩ সালের ২৪শে এপ্রিলের রিমান্ডের আদেশটি বিচার বিভাগীয় গঠন করেছে বলে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের কোনও উল্লেখযোগ্য ত্রুটি করেনি।

৫২. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমি ২০০০৫-এর শিরোনাম আপিল নং ৫৪-এ যথাক্রমে ৭ই নভেম্বর, ২০০৬ এবং ১৩ই নভেম্বর, ২০০৬-এর বিতর্কিত রায় এবং ফরমান -তে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি, যা ২৯শে জুলাই, ২০০৫ এবং ৮ই আগস্ট, ২০০৯৫-এর ১৯৮৮-এর শিরোনাম মামলা নং ১৪২-এর রায় ও ফরমান -কে নিশ্চিত করে। এগুলি এতদ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫৩. তদনুসারে, **২০০৮ সালের ৪৫৯ নং দ্বিতীয় আপিল (২০০৭ সালের ১৮২০ নং এসএ) এবং ২০১৯ সালের ১৮০৭ নং সিএএন** সহ তাৎক্ষণিক আপিল খারিজ করা হয়। তবে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ দেওয়া হবে না।

৫৪. নির্বাহ কার্যকর করার উপর স্থগিতাদেশ প্রদানকারী আদেশ পূর্বে প্রদত্ত কার্যধারা খালি থাকবে।

৯৫. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীদের দেওয়া হবে।

[বিচারপতি মহম্মদ শাব্বার রাশিদি]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal